দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

27

তারিখ 21 MAY 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

ঢাকাঃ রবিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ

মুহম্মদ নুরুল্লাহ্

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ শহরের এক প্রান্তে ময়মনসিংহবাসীর একান্ত ইচ্ছা ও সহযোগিতায় বেসরকারীভাবে তখনকার দিনে একমাত্র মহিলা কলেজ হিসাবে মুমিনুন্নিসা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই কলেজকে সর্বাধিক অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন এম, আর, খান এবং তাঁর মায়ের নামানুসারেই কলেজটির নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে কলেজটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন মিসেস মোসলেমা খাতুন। তিনি একাধারে ২৪ বৎসর ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই কলেজের অধ্যক্ষারূপে কাজ করে গেছেন এবং কলেজটিকে সবদিক দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও গড়ে তুলেন। ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার এই কলেজটিকে সরকারীকরণ করেন।

সরকার সম্প্রতি এই কলেজকে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। জন্মলগ্ন থেকেই মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষার মান, নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখ করার মত। বিগত দিনে অনেকবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই কলেজের ছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নিয়েছে এবং প্রচুর সংখ্যক ছাত্রী বিভিন্ন সময় ষ্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। গত তিন বছরে এই কলেজ থেকে ৭ জন ছাত্রী এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ষ্টার মার্কসহ ভাল নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ ছাড়া একজন ছাত্রী বিজ্ঞান শাখায় মহিলাদের মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান দখল করে। ১৯৮৬ সালে এই কলেজ থেকে মানবিক শাখায় ১০জন, বিজ্ঞান শাখায় ২৪ জন, ১৯৮৭ সালে মানবিক শাখায় ৬ জন ও বিজ্ঞান শাখায় ১৬ জন এবং ১৯৮৮ সালে মানবিক শাখায় ৫ জন ও বিজ্ঞান শাখায় ৩২ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অনেক কলেজ থেকে কম ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেও এই ফলাফল অর্জন বেশ ভাল। এ-ছাড়া অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশে কলেজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত অনেক কার্যক্রমেও ছাত্রীরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। তার মাঝে কলেজের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কৃতী ছাত্রী সম্বর্ধনা, রক্তদান কর্মসূচী, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারী ইত্যাদি স্মরণীয় দিনগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করা ইত্যাদি। এছাড়া কলেজের ছাত্রীরা জেলা বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে এই কলেজে একজন অধ্যক্ষা, ১ জন উপাধ্যক্ষসহ মোট ৫১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে এবং মোট ছাত্রী সংখ্যা ৯০১ জন। দেশের ফার্ষ্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ এই কলেজেরই একজন কৃতি ছাত্রী। এছাড়াও এই কলেজ থেকে পাস করে অনেকেই এখন এই কলেজে এবং ময়মনসিংহসহ সারা দেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং অনেকে অন্যান্য বড় বড় পেশায় নিযুক্ত আছেন।

কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষা ডঃ সাকিনা বেগম, যিনি ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য থেকে গণিত শাস্ত্রে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইতিপূর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়জিত ছিলেন; তাকে এই কলেজের শিক্ষার মান সম্পর্কে বলতে বলা হলে তিনি বলেন—

মুনিমুন্নিসা কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ সাকিনা বেগম

দেশে যখন নৈরাজ্য বিরাজ করছে তখন মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজে শিক্ষার মান মোটামোটিভাবে এখনও উন্নত, যার ভিত্তিতে এই কলেজ এবারে ঢাকা বিভাগে শ্রেষ্ঠ কলেজ বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষকদের একান্ত প্রচেষ্টা ও সযত্ন প্রয়াস থাকলে এই মান বজায় রাখা সম্ভবপর হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন।

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে বলা হলে তিনি বলেন— দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু অরাজকতা বিরাজ করছে। যেমন একই বোর্ডের অধীনে একই ছাত্র বা ছাত্রী দু'টি কলেজে এক সঙ্গে ভর্তি হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া অনেক ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। অনেক সময় একটি স্কুল বা কলেজে প্রথমে যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় পরীক্ষার সময় তার চেয়ে তিনগুণ বা চারগুণ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এইসব অরাজকতা দূরীকরণে সরকার সচেষ্ট হলে এবং একটি স্কুল বা কলেজে কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারবে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলে দেশ থেকে নকল প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হত।

তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে দেশের সর্বত্র এখানে ওখানে ব্যাঙের ছাতার মত স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক বা শ্রেণীকক্ষ না থাকায় স্কুল বা কলেজে সঠিক শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই সরকারের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। সরকার ছাড়াও দেশের জনসাধারণ ও শিক্ষক সমাজ যদি একতাবদ্ধ হয়ে একমত হয়ে এগিয়ে আসেন তবে দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা সম্ভবপর হবে।

তাছাড়া (১) নকল প্রতিরোধ করতে হলে প্রত্যেক কলেজে নির্দিষ্ট সমান সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (২) যে সমস্ত কলেজে নকল হয় সেইসব কলেজের কেন্দ্র বাতিল করতে হবে। (৩) প্রাইভেট পড়া ও পড়ানো বন্ধ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। (৪) প্রশ্নের ধারা বদলালেও কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা সবাইকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে।

ডঃ সাকিনা বেগমকে তাঁর কলেজের সমস্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন— এই কলেজে শুধুমাত্র বি, এ, কোর্স চালু আছে। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ ও ছাত্রীদের প্রবল আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এখনও এখানে বি· এস· সি ও বি· কম কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি। এবং তাতে এই কলেজের উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়েছে। আমার মনে হয় এই কলেজে বি· এস· সি এবং বি· কম কোর্স অবিলম্বে চালু করতে পারলে অনেক ছাত্রী শিক্ষিত হতে পারত। ময়মনসিংহের অন্যান্য বেসরকারী কলেজগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক না থাকলেও এবং পড়াশুনার মান নিম্নগতি হলেও সেখানে বি· এস· সি এবং বি· কম কোর্স চালু আছে। এমন কি সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর ফুলবাড়ীয়া কলেজে এম· এস· সি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে মুমিনুন্নিসা কলেজের মত একটি কলেজে আমি এখনও বি· এস· সি খোলার অনুমতি পাই নাই এটি আমাদের জন্য বড় দুঃখজনক।

এছাড়াও একটি বিশাল লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে কোন লাইব্রেরীয়ান না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।